ভোরের কাগজ

তারিখ 27 APR 2003
পৃষ্ঠা 4

তথ্যপ্রযুক্তির শিক্ষায় অদূরদর্শী উদ্যোগ

মোহাম্মদ কায়কোবাদ

আমাদের দেশের যে ক্যটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ...য় উৎকর্ষ অর্জন করেছে তার মধ্যে ...দেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকা ...বদ্যালয়ের আইবিএ অন্যতম। তবে এ ... শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সূচনালগ্নে উন্নত বিশ্বের ...ষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহায্য সহযোগিতা ...ঠিক যেমনটি হয়েছিল ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট ... টেকনোলজিসমূহের ক্ষেত্রে। প্রতিটি ...াইটিতে সিএসই বিভাগে ৪৫ জন ছাত্র ...া হয়। শিক্ষকের সংখ্যা ২৫/৩০। ...কেই ডক্টরেট ডিগ্রিপ্রাপ্ত এবং অর্ধেকের ...অধ্যাপক। আমরা ১২০ জন ছাত্র নিই। ...কের সংখ্যা ২৫-৩০, হাতে গোনা ...জন ডক্টরেট এবং অভিজ্ঞতাও কম।

...এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থাও উল্লেখ করার ...।

...া দিয়ে যে উৎকর্ষ অর্জন করা যায় না ...া প্রমাণ হলো আমাদের দেশে অসংখ্য ...ক দল এবং মন্ত্রী। তথ্যপ্রযুক্তির শিক্ষা ... দোরগোড়ায় পৌঁছে দিলেই উন্নতি হবে ...ই মানসম্মত শিক্ষা, যা সারা বাংলাদেশে ...র। ১৯৬৪ সালে পরমাণু শক্তি কমিশনে ...ম্পিউটার স্থাপন থেকে শুরু করে ...র প্রতিটি জোয়ারেই আমরা নিজেদের ...াসিয়ে দিয়েছি, কিন্তু অত্যন্ত ...সয়ালি, যার ফলে এখনো এর মাধ্যমে ...ভাগ্যোন্নয়নের বিষয়টি তাত্ত্বিক পর্যায়েই ...চ্ছে, বাস্তবায়নের আশু সম্ভাবনা লক্ষ্য ...চ্ছ না।

...প্রযুক্তির অগ্রযাত্রা যাতে করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ে ব্যাহত না হয়ে যায় সে জন্য সম্প্রতি আমরা ঐ মন্ত্রণালয়ের নামও পরিবর্তন করেছি, তবে এখনো কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যের কাছাকাছি আসতে পারিনি। নাম পরিবর্তনে যদি ভাগ্য ঘুরে যেতো তাহলে বাংলাদেশের নাম রেখে দিতাম স্বর্গরাজ্য। কিন্তু তাতো কখনো হয় না। পুরোনো মদ নতুন বোতলে রাখলেও একই রকম স্বাদ।

এক সময় তথ্যপ্রযুক্তির অমিত সম্ভাবনা টের পেয়ে আমরা ত্বরিত বেগে এসএসসি পর্যায়ে কম্পিউটার শিক্ষা বিষয় চালু করে দিলাম। অবশ্য তখনো এইচএসসি লেভেলে এ ধরনের কোনো কোর্স চালু করা হয়নি, এবং ডিগ্রি লেভেলেও না— যেখান থেকে শিক্ষক পাওয়া যাবে। একই রকম দ্রুততায় যেকোনো স্নাতককে

> আমরা যদি সুপরিকল্পিতভাবে এই জনসম্পদের উন্নয়নে তৎপর হতাম তাহলে এই বিশাল জনভার আমাদের উন্নয়নের চাকা হতে পারতো। দুঃখজনকভাবে তা হয়নি। কারণ আমাদের নেতারা অপ্রতুল গ্যাসকেই সম্পদ ভেবেছেন, দেশের মানুষকে ভাবতে পারেননি।

দেড় মাসের প্রশিক্ষণ দিয়ে স্কুলে শিক্ষকতার জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হলো। এগুলো কোনো সুচিন্তিত পরিকল্পনা নয়। আগে শিক্ষক তৈরি করা দরকার, তারপর ছাত্র। তার উল্টোটা হলে হিতে বিপরীত হবে সেটাই স্বাভাবিক। তখন মনে হলো আমরা কোনো উন্নতির পথে দুর্দান্ত বেগে ধাবিত হচ্ছি, অপেক্ষা করার সময় নেই, চিন্তা করার সময় নেই।

যেহেতু বিগত ১০ বছরেও কম্পিউটার শিক্ষার একটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে ভাগ্য পরিবর্তন হলো না, এবার আরো বড়ো মাপের কাজ করার জন্য আমরা প্রস্তুত হয়েছি, তাহলো বিজ্ঞান ও মানবিক বিভাগের মতো এসএসসি পর্যায়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ চালু করা। অবশ্য মানসম্মত শিক্ষা দেওয়ার জন্য শিক্ষক তৈরি কিংবা প্রশিক্ষণে আমরা তেমন কোনো বিনিয়োগ করবো না। তবে হাজার হাজার কম্পিউটার যাতে করে এতদুপলক্ষ্যে কেনা যায় সে বিষয়ে আমাদের উদ্যোগের অভাব থাকবে না, যদিও ঐ কম্পিউটারগুলোর যথাযথ ব্যবহার সুনিশ্চিত হবে না।

বিগত বছরগুলোতে তথ্যপ্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট উদ্যোগ আমাদেরকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছায়নি। এ বিষয়টি আমাদেরকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে। তথ্যপ্রযুক্তির শিক্ষাকে মানসম্পন্ন করতে সর্বাগ্রে প্রয়োজন শিক্ষক, মানসম্মত শিক্ষক। আজ বাংলাদেশের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়েই তথ্যপ্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট বিভাগ রয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তির গ্রাজুয়েটরা উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশ গিয়ে আকর্ষণীয় সুযোগ সুবিধা পেয়ে ফিরেও আসছে না। এমতবস্থায় ফ্যাকাল্টি উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা উচিত। দ্রুত পরিবর্তনশীল এই প্রযুক্তির উন্নয়নের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণও জরুরি। প্রযুক্তির সর্বশেষ সংযোজন সম্পর্কে যাতে আমাদের মেধাবী ছাত্ররা জানতে পারে তার জন্য উন্নত দেশের অভিজ্ঞ শিক্ষকদেরও চুক্তিভিত্তিক স্বল্পমেয়াদি নিয়োগ দেওয়া যেতে পারে, যাতে করে প্রযুক্তি হস্তান্তরে তারা কিছুটা অবদান রাখতে পারে। কিন্তু তেমন কোনো উদ্যোগ নেই। একদিকে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল দুর্নীতিতে আমাদের বছরের পর বছর তালিকার শীর্ষে নাম লিখে দিচ্ছে। জাতীয়ভাবে সাফল্যের আশা কোনোক্ষেত্রেই নেই; তারপর যদি আমাদের গ্রাজুয়েটদের শিক্ষার মান ক্রমশ অধোগতির দিকে যায়, তাহলে তথ্যপ্রযুক্তির রপ্তানি বাজারে আমাদের হিস্যা দূরে থাক আমদানি করার জন্যও প্রবেশাধিকার পাবো না।

আমাদের জন্য পৃথিবী ক্রমশ সঙ্কুচিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশের পাসপোর্টধারী হলে বহির্বিশ্বে সীমাহীন দুর্ভোগের জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। অতি সম্প্রতি এক সেমিনারে বিজ্ঞ বক্তারা অভিমত জানিয়েছেন, শিক্ষার মানের ক্রমাবনতির জন্য শিক্ষকরাই দায়ী। আসলে বলা উচিত ছিল শিক্ষক, নেতা, শিক্ষা প্রশাসক ও শিক্ষার নীতিনির্ধারকরাই দায়ী। শিক্ষাকে সঠিকপথে পরিচালিত করা হচ্ছে কিনা সেটাই আজ সন্দেহ। একটি জাতি যখন উন্নতির পথে যাত্রা করে তার কৃতিত্ব যেমন নেতাদের, যেমন মালয়েশিয়ার মাহাথির মোহাম্মদ; ঠিক তেমনি একটি জাতি যখন ক্রমশ পিছিয়ে পড়ে, মৃত্যুশয্যায় শয়নের প্রস্তুতি গ্রহণ করে তার দায়ভারও নেতাদের। আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার চরম দৈন্যদশার জন্য সাধারণ শিক্ষকদের তুলনায় অনেকগুণে বেশি দায়ী নেতৃত্ব। সাধারণ শিক্ষকদের অনুপ্রাণিত করতে, উজ্জীবিত করতে তাদের সামনে নেতারা উজ্জ্বল উদাহরণ স্থাপন করতে পারছেন না।

এই অবস্থার পরিবর্তনের জন্য অবশ্যই আমাদের গভীরভাবে ভাবতে হবে, বিশ্লেষণ করতে হবে। আমাদের সমপর্যায়ে থাকা দেশগুলো কিভাবে উন্নয়নের পথে অগ্রসর হলো তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। অনেক দিন আমরা নিজেদের মতো অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করেছি, সফল হইনি। যে সকল দেশ উন্নত হয়েছে এবার তাদের অনুসরণ করাটাই মনে হয় আমাদের জন্য উত্তম হবে।

ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ : অধ্যাপক, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়।

...তে গত শুক্রবার ...

...ষেধাজ্ঞা

...চেছ আজ

...র দিকে এ বৈঠকের তারিখ ...লেও পরবর্তী সময়ে উত্তর ...অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে দেশটি

...হে বেইজিঙে যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও ...র তিনদিনব্যাপী ত্রিপক্ষীয় ...। ... বৈঠকে উত্তর কোরিয়া ... তাদের কাছে পরমাণু অস্ত্র ...বৈঠক শুরুর পর যুক্তরাষ্ট্র, চীন ...অসন্তোষ ব্যক্ত করলেও উত্তর ... দেশে মার্কিন হামলা চালানো ...বলে ইঙ্গিত দিয়েছিল। অবশ্য ...কর্মকর্তারা উত্তর কোরিয়ার ... সম্পর্কিত অভিযোগ সম্পর্কে ...ছেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে ...তেই উত্তর কোরিয়া এ দাবি ...। প্রশাসন থেকে জানানো হয়,